

# وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

যারা মাপে-ওজনে কম দিল; তাদের জন্য ধবংস (৮৩:১)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুল্হ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ** যারা মাপে-ওজনে কম দিল; তাদের জন্য ধবংস

মাপে-ওজনে কম দেওয়ার অর্থ মানুষকে ঠকায়, মানুষের সাথে বেইনসাকী করে, মানুষের সাথে সুবিচার করে না ইত্যাদি।

**ك ي ل** দ্বারা গঠিত ১৬ টি শব্দ পবিত্র কোরআনের ১৬ টি আয়াতে এসেছে। "কাইলা" অর্থ "মাপে দেয়া"। গজ ফিতা, স্কেল দিয়ে মাপে দেয়া।

**و ز ن** দ্বারা গঠিত পবিত্র কোরআনে ২৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। "ওজন" শব্দের অর্থ দাড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে দেয়া।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুতাফফিীন ৮৩:১,২,৩

১. যারা মাপে ওজনে কম দেয় তাদের জন্যে ধবংস। মানুষের কাছ থেকে মাপে নেয়ার সময় তারা পুরো মাত্রায় দাবি করে, এবং যখন অন্যদের মাপে বা ওজন করে দেয়, তখন প্রাপ্যের চাইতে কম দেয়।



দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়. (সূরা আল মুতাফফিীন ৮৩:১)

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝

যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:২)

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয় তখন কম দেয়া। (সূরা আল মুতাফফিফীন ৮৩:৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৩৫

২. যখন মেপে দেবে মাপ পূর্ণ করবে এবং ওজন করবে সমান-সঠিক দাড়িপাল্লায়।

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৩৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আনআম ৬:১৫২

৩. [এই আয়াতে এতিমের অধিকার সম্পর্কে, ন্যায্য কথা বলা সম্পর্কে আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হচ্ছে] এবং আরো বলা হচ্ছে: পরিমান ও ওজন ন্যায্যভাবে পূর্ণ করে দাও।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَ  
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا  
 وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَتَوَكَّأَنَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
 أَوْفُوا ۗ ذِكْرُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমান ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন নায্য বলিবে-স্বজনের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা আল আনআম ৬:১৫২)

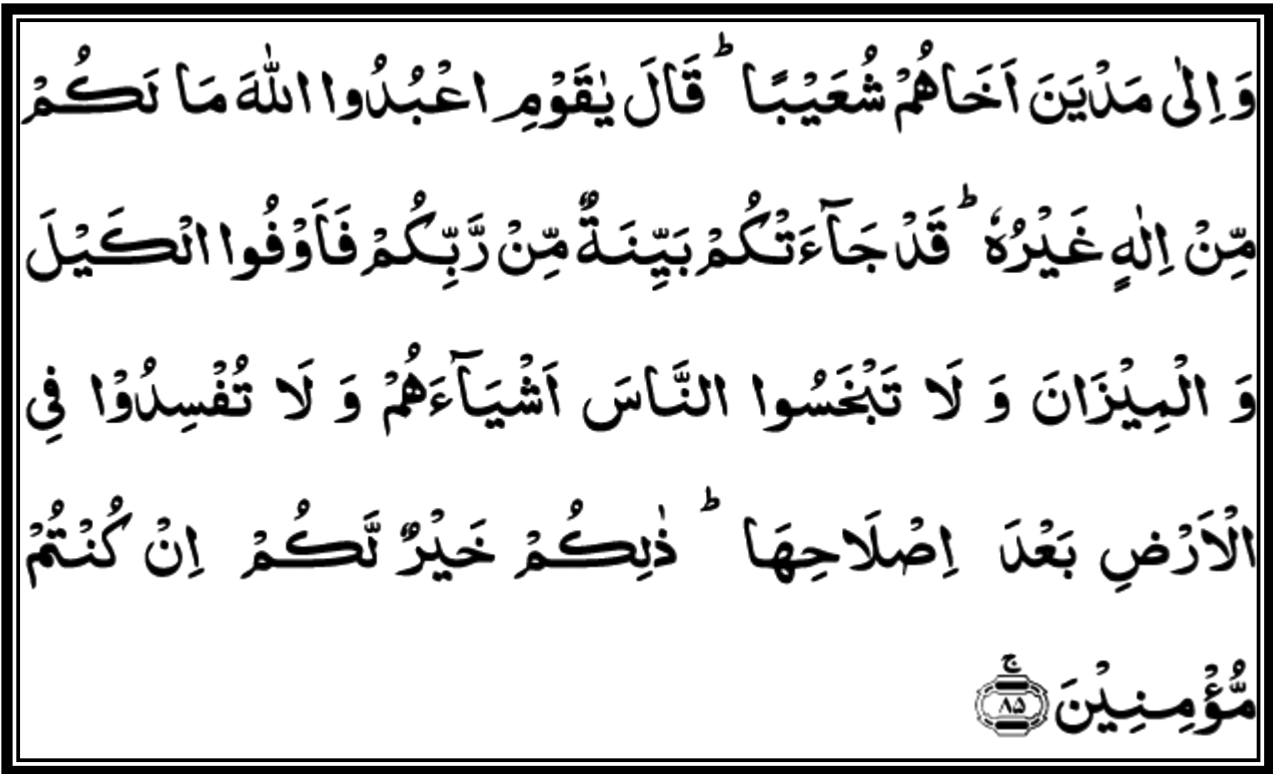
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আরাফ ৭:৮ ও ৮৫

৪. সেদিনকার (বিচারের দিন) ওজন (ন্যায্য বিচার) মহাসত্য ও বাস্তব। তারপর যাদের (নেক আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম।

وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۗ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٥﴾

সেদিনের ওজন করা সত্য। যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে। (সূরা আল আরাফ ৭:৮)

৫. [শুয়াইব (আ:) তার কওমকে বলেছিলেন] অতএব মাপ ও ওজন ঠিকঠাক পূর্ণ করে দেবো।



আমি মাদয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকেদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মুমিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণ কর। (সূরা আল আরাফ ৭:৮৫)

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:৮৪,৮৫

৬. [শুয়াইব (আ:) তার কওমকে বলেছিলেন] তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না।

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرْسِكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

মাদয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুয়াইবকে পাঠাইয়াছিল। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই; মাপে ও ওজনে কম করিও না; আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখিতেছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য আশংকা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি। (সূরা হুদ ১১:৮৪)

৭. ইনসাফের সাথে পূর্ণ করে দাও মাপ ও ওজন। মানুষকে তাদের প্রাপ্য সামগ্রী কম দিও না এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।

وَ يٰقَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ন্যায়সঙ্গভাবে মাপিও ও ওজন করিও লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। (সূরা হুদ ১১:৮৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ইউসুফ ১২:৫৯

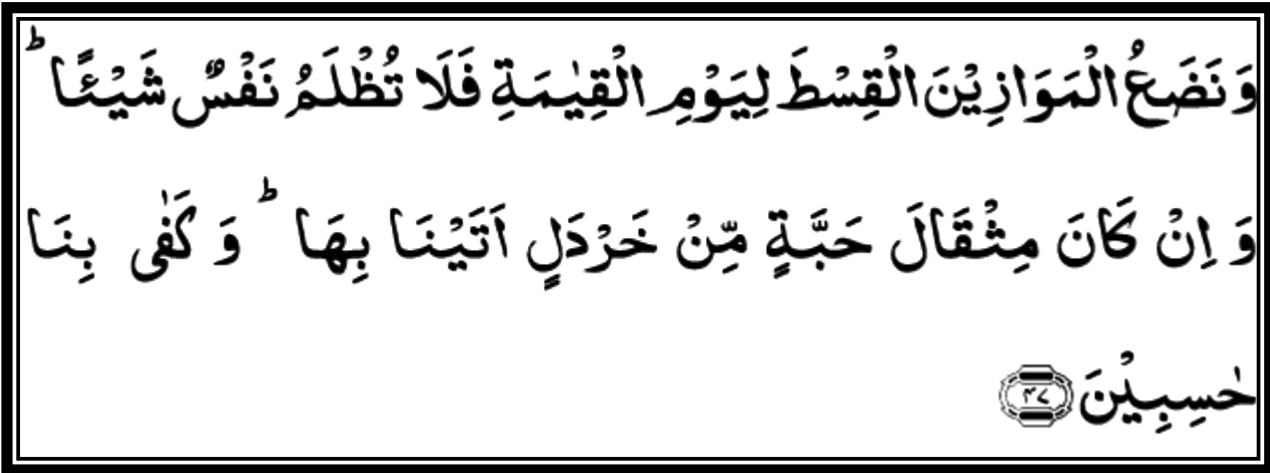
৮. [সূরা ইউসুফে, হযরত ইউসুফ (আ:) তার ভাইদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তার ভাইয়েরা তাকে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল। সেই ইউসুফ (আ:) যখন বাদশাহ হলেন, তখন দুর্ভিক্ষের সময় তার ভাইয়েরা তার কাছে খাদ্যের জন্য এসেছিল। ওই সমস্ত আয়াতে ১২:৫৯, ১২:৬০, ১২:৬৩, ১২:৬৫, ১২:৮৮ শব্দটি বহুবার এসেছে।] ভাইদেরকে ইউসুফ বলছে: তোমরা দেখছোনা আমি পাত্র ভরে মেপে দিই।



এবং সে যখন উহাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রের ভ্রাতাকে লইয়া আসো। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম অতিথিপরায়ণ। (সূরা ইউসুফ ১২:৫৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আশ্বিয়া ২১:৪৭

৯. কিয়ামতকালে আমরা স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের দণ্ড (দাঁড়িপাল্লা)।



এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারো প্রতি কোনো অবিচার করা হইবে না এবং কর্ম যদি তিল পরিমান ওজনের হয় তবু উহা আমি উপস্থাপন করিব; হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমি যথেষ্ট। (সূরা আল আশ্বিয়া ২১:৪৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিনুন ২৩:১০২,১০৩

১০. যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তারা সাফল্য অর্জনকারী। যাদের নেকীর পাল্লা হালকা হবে তারা থাকবে জাহান্নামে চিরকাল।

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

এবং যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই হইবে সফলকাম. (সূরা আল মুমিনুন ২৩:১০২)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হবে তাহারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে; উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। (সূরা আল মুমিনুন ২৩:১০৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আশ শুআরা ২৬:১৮১ থেকে ১৮৩

১১. (শুয়াইব (আ:) বলেছিল) মাপ পূর্ণ করে দেবো যারা মাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া না। ওজন দেবে সঠিক দাড়াইয়া।

وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي ﴿١٨١﴾

এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন। (সূরা আশ শুআরা ২৬:১৮১)

وَالَّذِي أطمعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨٢﴾

এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন। (সূরা আশ শুআরা ২৬:১৮২)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ اَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٣﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর, সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। (সূরা আশ শুআরা ২৬:১৮৩)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:১৯

১২. এবং তাতে (পৃথিবীতে) উৎপন্ন করেছি প্রতিটি জিনিস ওজনমতো (যথাযথ পরিমাণে)।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ  
كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾

আর পৃথিবী উহাকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি; এবং আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদগত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে। (সূরা আল হিজর ১৫:১৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হিজর ১৫:১৯

১৩. আল্লাহ নিঃসন্দেহে তিনিই নাজিল করেছেন "আল-কিতাব" (আল কুরআন) এবং "আল মিজান" (জীবন যাপনের সুষম বিধান)।

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ  
السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٤﴾

আল্লাহই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন। (আশ শুরা ৪২:১৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রহমান ৫৫:৭,৮,৯

১৪. আকাশকে তিনি উপরে উঠিয়েছেন এবং স্থাপন করেছেন মিজান (ভারসম্য)। তোমরা নষ্ট (লঙ্ঘন) করো না মিজান (ভারসম্য)। কয়েম করো ওজন ন্যায্যভাবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ করো না ভারসম্য। [অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি প্রকৃতিতে, আবহাওয়াতে ভারসম্য নষ্ট করো না]

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۙ

তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড, (সূরা আর রহমান ৫৫:৭)

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۙ

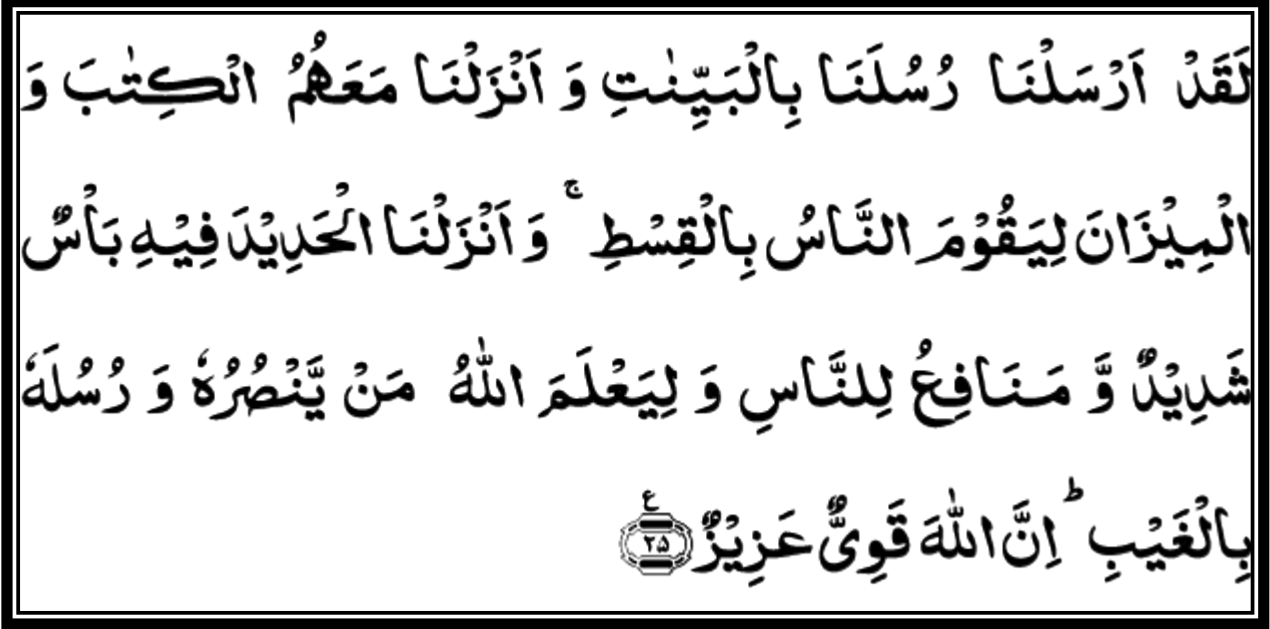
যাহাতে তোমরা সীমালঙ্ঘন না কর মানদণ্ডে। (সূরা আর রহমান ৫৫:৮)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

ওজনের নায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিয়ো না। (সূরা আর রহমান ৫৫:৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল হাদীদ ৫৭:২৫

১৫. আমরা রাসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে এবং তাদের সাথে আমরা নাযিল করেছি কিতাব আর মিজান (মানদণ্ড), যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।



নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করিয়া দেন যে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাহাকে ও তাহার রাসূলগণকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

(সূরা আল হাদীদ ৫৭:২৫)

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল কারিয়া ১০১:৬ থেকে ১১

১৬. সেদিন (বিচারের দিন) যার ভালো কাজের পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সুখ-স্বভোগ ও আনন্দের জীবনে। কিন্তু যার ভালো কাজের পাল্লা হালকা হবে, সে থাকবে "হাবিয়াতে"(জ্বলন্ত আগুনে)।

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ

তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে, (সূরা আল কারিয়া ১০১:৬)

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۖ

সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন। (সূরা আল কারিয়া ১০১:৭)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ

কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে, (সূরা আল কারিয়া ১০১:৮)

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۖ

তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'। (সূরা আল কারিয়া ১০১:৯)

وَمَا آذْرَبُكَ مَا هِيَ ۖ

তুমি কি জানো উহা কি? (সূরা আল কারিয়া ১০১:১০)

نَارٌ حَامِيَةٌ ۖ

উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (সূরা আল কারিয়া ১০১:১১)

উপর এর উদ্ধৃত কোরানের আয়াত থেকে জানা গেল যে মাপ-ওজন অর্থ মানদণ্ড, ভারসম্য। জীবন যাপনের সুষম বিধান, ন্যায়বিচার, যথাযথ পরিমান, প্রাকৃতিক ভারসম্য ইত্যাদি।

যেমন পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কেটে ফেলা হয় তাহলে মানুষ এবং প্রাণী এক সেকেন্ড বেঁচে থাকতে পারবে না অক্সিজেনের অভাবে (গাছ অক্সিজেন তৈরী করে) তেমনি যদি সমস্ত নদনদী, খালবিল ভরাট করে ফেলা হয় তবে দেশে ভয়ানক বন্যার সৃষ্টি হবে। এগুলোই হলো আল্লাহর সৃষ্টির ভারসম্য নষ্ট করা। তেমনি মানুষকে মাপ ওজনে কম দিয়ে তাদের সাথে ন্যায়বিচার না করলে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়। আমাদের উচিত এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা যেগুলো সমাজকে বিপর্যস্ত করবে। আয়াতগুলোর নির্দেশের বিপরীত কাজ করাই হোল আল্লাহর কুরআনের বিরোধিতা করা। যার পরিণামে দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো এবং আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হব। আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজ করা থেকে দূরে রাখুন।

## আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here <http://www.morningbrightness.fi/>